দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... 17-[illegible] 2015
পৃষ্ঠা -০৩- কলাম -০৪-

ঢাকা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট

অধ্যক্ষের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি

ফারুক হোসাইন : ঢাকা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের অধ্যক্ষের বিরুদ্ধে অনিয়ম ও দুর্নীতির মাধ্যমে অর্থ ও সম্পদ অর্জনের অভিযোগ উঠেছে। তদন্তসহ বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য শিক্ষা সচিবের কাছে আবেদন জানিয়েছেন কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরের শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা। গত ১২ জানুয়ারি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিবের কাছে দেয়া এক চিঠিতে ঢাকা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের অধ্যক্ষ এবং কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরের প্রাক্তন পরিচালক (ভোকেশনাল) মো. মোস্তাফিজুর রহমানের নানা অনিয়মের কথা উল্লেখ করা হয়। ওই চিঠিতে রাজশাহী পলিটেকনিকে অধ্যক্ষ পদে থাকাকালীন অর্থ-আত্মসাৎ, ভোকেশনালের পরিচালক থাকাকালীন শিক্ষকদের বদলীর হুমকি দিয়ে অর্থ আদায়, কারিগরি অধিদপ্তরের ভবন নির্মাণে অনিয়মের মাধ্যমে অর্থ-আত্মসাৎ করেছেন। মোস্তাফিজুর রহমানের ওই পদবীতে থেকে গাজীপুরের বোর্ড বাজারে ২ বিঘা জমি, ঢাকার তেজগাঁওয়ে দুটি ফ্ল্যাট, এয়ারপোর্টে ও রাজউকে পৃথক দুটি প্লট, পরিবারের জন্য দুটি টয়োটা গাড়ির ব্যবহার অসম্ভব বলেও উল্লেখ করা হয়েছে। এছাড়া অনিয়ম ও স্বজনপ্রীতির মাধ্যমে তার আপন দুই বোন, বোনদের স্বামী, খালাত বোন, খালাত বোনের স্বামী, শ্যালকসহ নিকট আত্মীয়ের অনেককেই কারিগরি অধিদপ্তরে চাকরি দিয়েছেন বলেও অভিযোগ করা হয়। অভিযোগে উল্লেখ করা হয়, রাজশাহী পলিটেকনিকে অধ্যক্ষ পদে থাকাকালীন ট্রেনিং-এর অর্থ-আত্মসাৎ ও শতাধিক গাছ কেটে লোপাট করার অভিযোগ করা হয়। বেসরকারি কারিগরি স্কুল ও কলেজ শাখার এমপিও কর্মকর্তার দায়িত্ব, অধিদপ্তরের অডিট সেলের ফোকাল কর্মকর্তা এবং যানবাহন কর্মকর্তা হিসেবে অধিদপ্তরের যানবাহন রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামতের দায়িত্ব পালন করে অনিয়ম ও দুর্নীতির মাধ্যমে কোটি কোটি টাকা আত্মসাৎ করেন। মোস্তাফিজুর রহমান পরিচালক (ভোকেশনাল) থাকাকালীন তার অধীনে বিভিন্ন টি.এস.সি. হতে নিয়মিত অর্থ নিতেন। না দিলে অধ্যক্ষদের হয়রানি করতেন। টি.এস.সি'র প্রতিটি শিক্ষক কর্মচারী বদলীর জন্য ৫০ হাজার টাকা নিতেন। আগারগাঁওয়ে কারিগরি অধিদপ্তরের নতুন ভবন নির্মাণ প্রকল্পে ত্রুটিপূর্ণ ভবনটি নির্মাণে ঠিকাদারের সাথে যোগসাজসে নিম্নমানের মালামালসহ নির্মাণ অসম্পূর্ণ রেখে তিনি প্রায় ৫০ লাখ টাকা, তার বাসায় প্রতিটি রুমে এসি ও দামী আসবাবপত্রে সজ্জিত করিয়ে নেন।

পরিচালক (ভোকেশনাল) ছাড়াও প্রকল্প পরিচালক, এমপিও কর্মকর্তা ও অধিদপ্তরের যানবাহন কর্মকর্তার দায়িত্বে থেকে দুর্নীতির টাকায় গাজীপুরের বোর্ড বাজারে ২ বিঘা জমি ক্রয় ও বাড়ি নির্মাণ করেন। এছাড়া তার গ্রামের বাড়ি নওগাঁর মান্দা উপজেলার মইনাম গ্রামে অনেক জমি-জমা ক্রয় করেন। অবৈধ ও দুর্নীতির টাকায় তেজগাঁও শিল্প এলাকার কুনিপাড়ায় ৪৮/এ হ্যাপী হোমস, ইনসাফ টাওয়ারে ২টি ফ্ল্যাট ক্রয়ে করেন। এয়ারপোর্টের আশকোনাতে ১০ কাঠার প্লট ক্রয় করেন। কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরের পরিচালক (পিআইইউ) আ.ন.ম সালাহউদ্দিন খানের সাথে যৌথভাবে প্রায় ৩ কোটি টাকা বিনিয়োগে রাজশাহীতে পদ্মা পলিটেকনিক নামে একটি বেসরকারি ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং প্রতিষ্ঠান স্থাপন করে ব্যবসা চালাচ্ছেন। দিনাজপুর পলিটেকনিকে অধ্যক্ষ পদে বদলী হয়ে শিক্ষকদের পরীক্ষার সম্মানীর অর্থ-আত্মসাৎ, বিল ভাউচার ও কোটেশনের মাধ্যমে নিজস্ব ঠিকাদারের মাধ্যমে নিম্নমানের মালামাল ক্রয় অথবা অনেক সময় ক্রয় না করেই প্রচুর অর্থ-আত্মসাৎ করেন। ২০০১ সালে দুর্নীতি ও স্বজনপ্রীতি এবং একটি রাজনৈতিক দলের সাথে সংশ্লিষ্টতার অভিযোগে তাকে দিনাজপুর পলিটেকনিকে বদলী করা হয়। কেবল অনিময় ও দুর্নীতি নয়, এর মধ্যেমে সম্পদের বিবরণও দেয়া হয়েছে চিঠিতে। অভিযোগের বর্ণনা অনুযায়ী, মোস্তাফিজুর রহমানের ঢাকায় তেজগাঁও কুনিপাড়ায় নিজস্ব ২টি ফ্ল্যাট থাকা সত্ত্বেও তেজগাঁও-এ টেকনিক্যাল টিচার্স ট্রেনিং কলেজের সরকারি বাসায় বসবাস করছেন। তার পরিবার ও সন্তানদের জন্য দুটি টয়োটা গাড়ি ব্যবহার করছেন। ঢাকায় দুটি ফ্ল্যাট ও জমি প্লট থাকা সত্ত্বেও তথ্য গোপন করে উত্তরায় রাজউকের ফ্ল্যাট নির্মাণ প্রকল্পে 'এ ক্যাটাগরিতে একটি ফ্ল্যাট বরাদ্দ পেয়েছেন। এছাড়া তার ছেলের ব্যাংক হিসেবে নিজস্ব আয় বহির্ভূত অতিরিক্ত ২৬ লাখ ১২ হাজার ৮৯১ টাকা জমা হওয়ায় কর সার্কেল-২৯৮, কর অঞ্চল-১৪ ঢাকা অফিস গত ১৭ জুন ২০১২ সালে এই টাকা জমা হওয়ার উৎস সম্পর্কে পত্র জারি করে। ২০১২ সালে এই ছেলের বিয়েতে ১০০ ভরি সোনার গহনা দিয়েছেন বলে অভিযোগে বলা হয়, মোস্তাফিজুর রহমান অর্থ-সম্পদ বৃদ্ধি ছাড়াও তার স্ত্রী, সন্তান ও নিকট আত্মীয়দের নিকট রেখেছেন। বর্তমানে তিনি ৬০ থেকে ৭০ কোটি টাকার সম্পদের মালিক এবং ওইপদে থেকে কিভাবে এতো সম্পদের মালিক হওয়া সম্ভব তাও প্রশ্ন তুলেছেন কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরের শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা। এমনকি মোস্তাফিজুরের রহমানের ডক্টরেট ডিগ্রি নিয়েও রয়েছে অভিযোগ। তিনি ২০০৯ সালে আমেরিকান ওয়ার্ল্ড ইউনিভার্সিটি থেকে ওই ডিগ্রি নিয়েছেন। নিয়োগের ক্ষেত্রে স্বজনপ্রীতি তিনি সব রেকর্ড ছাড়িয়ে তার আপন দুই বোন, বোনদের স্বামী, খালাত বোন, খালাত বোনের স্বামী, শ্যালকসহ নিকট আত্মীয়ের অনেকেই কারিগরি অধিদপ্তরে চাকরি দিয়েছেন। এর আগে মো. মোস্তাফিজুর রহমানের অনিয়ম, স্বজনপ্রীতি ও দুর্নীতির তদন্তসহ ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানিয়ে ২০১১ সালের ২১ মে প্রধানমন্ত্রীর কাছে চিঠি দেন তৎকালীন ডিপ্লোমা প্রকৌশলী সমিতির সভাপতি আহম্মদ হোসেন। ২০১১ সালের ১৫ মে মাদারীপুর টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজের সহকারী সুপারিনটেনডেন্ট (অব.) মো. আরশেদ আলী খান মোস্তাফিজুর রহমানের বিরুদ্ধে কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরের পরিচালক থাকাকালীন সময়ে দুর্নীতি ও অনিয়ম তদন্তের জন্য প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরের চিঠি দেন। এ বিষয়ে মোস্তাফিজুর রহমানের কাছে জানতে চাইলে তিনি বলেন, যে অভিযোগগুলো করা হয়েছে তা সত্য নয়। এর বেশি তিনি কিছু বলতে চাননি। শুধু বলেন, আমি কি তা আমি জানি।